রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ১২, ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ২০ মাঘ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/০২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৬-আইন/২০০৯।—যেহেতু বাংলাদেশে প্রচলিত the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) এবং Sultanate of Oman এতদ্‌সংক্রান্ত আইনের অধীনে দ্বৈত করারোপন পরিহার এবং আয়ের উপর কর সম্পর্কিত রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধের উদ্দেশ্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ওমান সরকারের মধ্যে ১০ মে, ২০০৮ইং তারিখে নিম্ন তফসিলে বর্ণিত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এবং ০৭-০৮-২০০৬ তারিখে চুক্তির Protocol of Exchange of Instruments of Ratification স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং

যেহেতু, উক্ত চুক্তির বিধানাবলী বাংলাদেশে কার্যকর করা প্রয়োজন;

সেহেতু, the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) এর section 144 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নির্দেশ দিলেন যে, এতদ্‌সংগে সংযোজিত উক্ত চুক্তির বিধানাবলী বাংলাদেশে কার্যকর হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

চুক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ওমান সালতানাত সরকার এর মধ্যে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন হইতে অর্জিত আয়ের উপর দ্বৈত করারোপণ পরিহার চুক্তি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ওমান সালতানাত সরকার আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন পরিচালনা হইতে অর্জিত আয়ের উপর দ্বৈত করারোপণ পরিহারের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনের অভিপ্রায়ে বর্ণিতরূপে সম্মত হইল ঃ

অনুচ্ছেদ ১

আওতাধীন কর

১। এই চুক্তি যে সকল করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে ঃ

(ক) ওমান সালতানাতের ক্ষেত্রে ঃ

(১) কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রদেয় আয়কর;

(২) শিল্প ও বাণিজ্যিক স্থাপনাসমূহের উপর মুনাফা কর;

(অতঃপর ''ওমানী কর'' বলিয়া উল্লিখিত)

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঃ

আয়কর;

(অতঃপর ''বাংলাদেশ কর'' বলিয়া উল্লিখিত)

২। চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর এই অনুচ্ছেদের দফা ১ এ বর্ণিত করসমূহের অতিরিক্ত কিংবা উহাদের পরিবর্তে চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন রাষ্ট্রে আরোপিত কোন অভিন্ন বা মূলতঃ একই ধরনের করসমূহের ক্ষেত্রেও এই চুক্তি প্রযোজ্য হইবে।

প্রত্যেক চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্র নিজ নিজ কর আইনে আনীত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে, যাহা এই চুক্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে, চুক্তি সম্পাদনকারী অন্য রাষ্ট্রকে অবিলম্বে অবহিত করিবে।

অনুচ্ছেদ ২

সংজ্ঞা

১। প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই চুক্তিতে ঃ

(ক) ''চুক্তি সম্পাদনকারী একটি রাষ্ট্র'' এবং ''চুক্তিসম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্র'' অর্থ প্রসংগের প্রয়োজন অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অথবা ওমান সালতানাত;

(খ) ''কর'' অর্থ প্রসংগের প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলাদেশ কর বা ওমানী কর;

(গ) ''চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান'' অর্থ ঃ

(১) ওমান সালতানাতের ক্ষেত্রে, গালফ এয়ার, ওমান এভিয়েশন সার্ভিসেস কোম্পানি (এস. এ. ও. জি) বা ওমান সালতানাতে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত অন্য কোন বিমান পরিবহন প্রতিষ্ঠান এবং ওমান সালতানাতে আবাসিক এবং বাংলাদেশে আবাসিক নহেন এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক অথবা ওমান সালতানাতের আইনের দ্বারা সৃষ্ট বা সংগঠিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত অন্য কোন বিমান পরিবহন প্রতিষ্ঠান;

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন অথবা বাংলাদেশে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত অন্য কোন বিমান পরিবহন প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশে আবাসিক এবং ওমানে আবাসিক নহেন এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক অথবা বাংলাদেশের আইনের দ্বারা সৃষ্ট বা সংগঠিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত অন্য কোন বিমান পরিবহন প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) ''আন্তর্জাতিক পরিবহন'' অর্থ, চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পূর্ণ এককভাবে পরিচালিত বিমান পরিবহন ব্যতীত, চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রের কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত বিমান পরিবহন;

(ঙ) ''উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ'' অর্থ ঃ

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অথবা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি;

(২) ওমান সালতানাতের ক্ষেত্রে, ওমান সালতানাতের অর্থমন্ত্রী এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়ক অথবা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি;

২। চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্র কর্তৃক যে কোন সময় এই চুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে, এই চুক্তিতে সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই এইরূপ কোন শব্দ, প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, উক্ত রাষ্ট্রের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী এই চুক্তির অধীন কর সংক্রান্ত বিষয়ে যে অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেইরূপ অর্থ বহন করিবে, এই ক্ষেত্রে কর সংক্রান্ত আইনে প্রদত্ত উক্ত শব্দের অর্থ অন্যান্য আইনে প্রদত্ত অর্থের উপর প্রাধান্য পাইবে।

অনুচ্ছেদ ৩

দ্বৈত কর পরিহার

১। চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্রের কোন প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন পরিচালনা হইতে অর্জিত আয় এবং মুনাফা চুক্তি স্বাক্ষরকারী অপর রাষ্ট্রের কর আরোপ হইতে অব্যাহতি পাইবে।

২। চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্রের কোন প্রতিষ্ঠানের কোন পুলে, যৌথ ব্যবসায় বা কোন আন্তর্জাতিক পরিচালনা সংস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন পরিচালনা হইতে অর্জিত আয় এবং মুনাফার ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের দফা ১ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৩। এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ঃ

(ক) ''বিমান পরিচালনা'' অর্থ চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্রের কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত আকাশ পথে যাত্রী, মালপত্র, গবাদি পশু, পণ্য এবং ডাক পরিবহন, এবং এইরূপ পরিবহনের টিকিট বা অনুরূপ দলিল বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন পরিচালনার সহিত সরাসরি সম্পর্কযুক্ত অর্থের উপর প্রাপ্ত সুদ এইরূপ বিমান পরিচালনা হইতে অর্জিত আয় ও মুনাফা হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৪। চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক পরিবহনে পরিচালিত কোন বিমান যাহার অর্জিত আয় কেবল উক্ত চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রেই করযোগ্য, হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এইরূপ বিমান পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জামাদির হস্তান্তর হইতে অর্জিত মুনাফা চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের আরোপিত কর হইতে অব্যাহতি পাইবে। এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইজারাকৃত বিমান ''মালিকানাধীন বিমান'' এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫। চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্র, উহার নাগরিক ব্যতীত, অপর রাষ্ট্রের কোন বিমান পরিবহন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারীকে, তাহার বেতন, মজুরী, ভাতা, খরচ বা সেবা, যেখানেই গ্রহণ করুক না কেন, উহার উপর কর প্রদান করা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে।

অনুচ্ছেদ ৪

কর প্রত্যর্পণ

এই চুক্তি বলবৎ হইবার পূর্বে চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্র কর্তৃক কোন কর আদায় করা হইয়া থাকিলে, চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উহার সংস্থার পক্ষে কর প্রত্যর্পণের জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবে, আবেদনের ছয় মাসের মধ্যে উক্ত আদায়কৃত কর প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এই চুক্তি বলবৎ হইবার দুই বৎসরের মধ্যে এইরূপ আবেদন করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ ৫

পুনঃ মধ্যস্থতা

গালফ এয়ারের অন্যান্য অংশীদারী রাষ্ট্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানের উপর এই চুক্তির অনুচ্ছেদ- ৩ এ উল্লিখিত কোন আয় বা মুনাফার উপর অনুচ্ছেদ- ১ এ উল্লিখিত কোন কর আরোপ করা হইলে চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহ এই চুক্তির অনুচ্ছেদ- ৩ এর অধীন প্রাপ্ত অব্যাহতি অনুযায়ী সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আলোচনা আরম্ভ করিবে।

অনুচ্ছেদ ৬

পারস্পরিক চুক্তির কার্যপদ্ধতি

এই চুক্তির ব্যাখ্যা বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন জটিলতা বা সংশয়ের উদ্ভব হইলে চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পারস্পরিক মতৈক্যের ভিত্তিতে উহা সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালাইবেন।

অনুচ্ছেদ ৭

বলবৎ হওয়া

চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক রাষ্ট্র এই চুক্তি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যপদ্ধতি সম্পন্ন হইবার বিষয়টি কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে একে অপরকে অবহিত করিবে। এইরূপ সর্বশেষ প্রজ্ঞাপনের বিনিময়ের দিন হইতে এই চুক্তি বলবৎ হইবে। এই চুক্তির বিধানসমূহ ১ জানুয়ারী, ১৯৭৯ হইতে কার্যকর হইবে।

অনুচ্ছেদ ৮

অবসান

এই চুক্তি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কার্যকর থাকিবে, তবে চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে চুক্তিটি বলবৎ হওয়ার পাঁচ বৎসর পর যে কোন পঞ্জিকা বৎসর শেষ হইবার অন্যূন ছয় মাস পূর্বে চুক্তি অবসানের নোটিশ প্রদান করিয়া এই চুক্তির অবসান করিতে পারিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে, নোটিশ প্রদানের বৎসরের পরবর্তী পঞ্জিকাবর্ষের ১ জানুয়ারী, বা উহার পরে আরম্ভ হইবার যে কোন কর বৎসরের জন্য এই চুক্তির কার্যকারিতা রহিত হইবে।

নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ তাহাদের স্ব-স্ব সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া এই চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন।

অদ্য জুমাদা I এর চতুর্থ দিবস ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১০ মে, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে দুই প্রস্থে প্রতিটি সমভাবে নির্ভরযোগ্য আরবী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় সম্পাদিত হইল। ব্যাখ্যার বিরোধের ক্ষেত্রে, ইংরেজী ভাষ্য প্রাধান্য পাইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে	ওমান সালতানাত সরকারের পক্ষে
ডঃ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।	**ডঃ জুমা বিন আলী বিন জুমা** মন্ত্রী, জনশক্তি মন্ত্রণালয়

প্রোটোকল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ওমান সালতানাত সরকার এর মধ্যে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন পরিচালনা হইতে অর্জিত আয়ের উপর দ্বৈত করারোপ পরিহার চুক্তির স্বাক্ষরকালে উভয় পক্ষ নিম্নরূপ বিষয়ে সম্মত হইল, যাহা চুক্তিটির অখণ্ড অংশ হইবে।

"চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের বিমান পরিবহন প্রতিষ্ঠান চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে ব্যবসা পরিচালনা করিলে উহার দ্বারা কার্যসম্পাদন বা ব্যবসা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আমদানীকৃত ও ব্যবহৃত বাসনপত্র, মনোহারী দ্রব্য, দিনলিপি, বর্ষপঞ্জি, উপহার সামগ্রী, ভ্রমণ পুস্তিকা, ক্যাটারিং (মদ ও

তামাক ব্যতীত), ইউনিফর্ম, কম্পিউটার, এক্স-রে মেশিন, বিস্ফোরক উদ্‌ঘাটক যন্ত্র, দাপ্তরিক কার্যে ব্যবহার্য সামগ্রী যথা-টাইপরাইটার, ডুপ্লিওকেটিং মেশিন-জাতীয় দ্রব্যাদি এবং কেবল বিমান বন্দর সীমার মধ্যে ব্যবহার ও ফেরত প্রদানের শর্তে আমদানীকৃত যানবাহন চুক্তি সম্পাদনকারী অন্য রাষ্ট্রে আরোপযোগ্য শুল্ক বা অন্যান্য সমরূপ কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে।"

নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ তাহাদের স্ব -স্ব সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া এই প্রোটোকল স্বাক্ষর করিলেন।

অদ্য জুমাদা I এর চতুর্থ দিবস ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১০ মে, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে দুই প্রস্থে প্রতিটি সমভাবে নির্ভরযোগ্য আরবী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় সম্পাদিত হইল। ব্যাখ্যার বিরোধের ক্ষেত্রে, ইংরেজী ভাষ্য প্রাধান্য পাইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকারের পক্ষে

ডঃ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী
উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

ওমান সালতানাত
সরকারের পক্ষে

ডঃ জুমা বিন আলী বিন জুমা
মন্ত্রী, জনশক্তি মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারসা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (পদাধিকারবলে)।

মোঃ আবুল কাসেম, অতিঃ নিয়ন্ত্রক, অতিরিক্ত দায়িত্বে, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd.